দৈনিক খবর

তারিখ 13 SEP 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

(৬)

# সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও ব্যবস্থা নেবে

● নজরুল ইসলাম মিঠু ● ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তা-ভাবনা করছেন। এ জন্যে কর্তৃপক্ষ পুনরায় সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নতুন তালিকা প্রণয়নে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাহায্য কামনা করেছেন এবং এদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় উপর্যুপরি সন্ত্রাসের কারণে জীবনের নিরাপত্তার অভাব, সেশনজট দূর করা এবং ছাত্র

২ এর পাতায় দেখুন

107

# সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজনীতি কলুষমুক্ত রাখার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হচ্ছেন। এ জন্যে কর্তৃপক্ষ আইন প্রয়োগকারী 'সংস্থা ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাহায্য চাইবেন। সূত্র জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সৃষ্ট গোলাগুলী, ভাঙচুর ও জীবননাশের ঘটনায় সারাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। সাম্প্রতিককালের সন্ত্রাসী ঘটনা পূর্বের সকল ঘটনাকে ম্লান করেদিয়েছে।

জানা গেছে, বর্তমানে গৃহীত প্রস্তাবটিতে সন্ত্রাসীদের তালিকা প্রস্তুতের পর তাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দু'ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তবে তা নির্ভর করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক গৃহীত তদন্তমূলক তালিকা প্রণয়নের ওপর। যে সব সন্ত্রাসকারী বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় অস্ত্রবাজি, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপকর্ম করে বেড়ায় তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার এবং অপেক্ষাকৃত ছোটমানের সন্ত্রাসীদের বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দেয়া হতে পারে। গত এক বছরে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অস্ত্রবাজ ও সন্ত্রাসকারীর সংখ্যা দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে পুলিশ সূত্র আশংকা প্রকাশ করেছে। তবে গত বছরের হিসেবে ৬৫ জন অস্ত্রধারী থাকলেও এ বছরের সঠিক হিসেব পুলিশ জানাতে পারেনি। পুলিশ জানিয়েছে, পেশাদারী সন্ত্রাসবাদী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাতেগোণা কয়েকজন মাত্র। এদের পেছনে মূলতঃ কাজ করে বিভিন্ন মহল্লার মাস্তানরা। মোট সন্ত্রাসবাদীর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ সন্ত্রাসীকারীই বহিরাগত বলে ধারণা করা হচ্ছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার তালিকা প্রণয়ন শেষ হলে সন্ত্রাসীদের সঠিক সংখ্যা জানা যাবে।

সাম্প্রতিককালে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনায় দু'জন ছাত্র খুন হবার পর দেশব্যাপী হৈচৈ শুরু হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক রকম অসহায় হয়ে পড়েন। তারপরও তারা নতুন কর্মসূচী গ্রহণের জন্যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। ঐ ঘটনার পর এ যাবৎ কর্তৃপক্ষ কমপক্ষে পাঁচবার বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের ব্যাপারে আহবান জানানো ছাড়াও এসব বৈঠকে রাজনৈতিক দলসমূহের কাছে সাহায্য ও সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ছত্রছায়ায় আশ্রিত এবং অস্ত্রবাজদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে অস্ত্রবাজের পক্ষে কোন আন্দোলন করা যাবে না- এই মর্মে মুচলেকা গ্রহণ করা হবে। কারণ ইতিপূর্বে কয়েকজন ছাত্রের বিরুদ্ধে এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য-বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে। যে সব রাজনৈতিক দলের সাথে এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আলোচনায় বসবেন তার মধ্যে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাসদের (ইনু) নাম শোনা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই কতগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। গত বৃহস্পতিবার রাতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে কর্তৃপক্ষ আবাসিক হলসমূহে অবস্থানরত ছাত্রদের পাঁচ দফার নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধেও কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। উপাচার্যের সভাপতিত্বে ঐ সভায় আবাসিক হলসমূহের প্রভোষ্ট, হাউজ টিউটর, সহকারী হাউস টিউটর, প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টরগণ উপস্থিত ছিলেন।

ইতিমধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছে : হল প্রশাসন যে কোন সময় হলে অবস্থানকারী ছাত্রদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করবেন। সন্ধ্যার পরে হলে প্রবেশকারী যে কোন ব্যক্তির পরিচয়পত্র পরীক্ষা করা হবে। রাত দশটার পর এ ব্যবস্থা আরো জোরদার করা হবে এবং রাত ১২টার পর আর কাউকে হলে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। হলে কোন বহিরাগত, অস্ত্রধারী বা অবৈধ দখলকারী থাকতে পারবে না এবং যে সকল ছাত্র বহিরাগত বা অস্ত্রধারীদের আশ্রয় দিবে তাদের বিরুদ্ধে শৃংখলা বিরোধী কাজের জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া আগামী ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত হলে কোনরকম অতিথি রাখা যাবে না কিংবা অনুমতি দেয়া হবে না। এ আদেশ শুধুমাত্র হলে আবাসিক ছাত্রদের জন্যেই কার্যকর। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ধারণা করছেন, ক্যাম্পাসে সৃষ্ট সকল সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্যে হলে অবস্থানরত অস্ত্রধারীরাই বেশীরভাগ দায়ী। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ